মিরপুরে পোশাক শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গাড়িতে আগুন



ছবি: সংগৃহীত

ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবিতে রাজধানীর মিরপুরে বিক্ষোভে নেমেছেন পোশাকশ্রমিকেরা। রোববার (১ নভেম্বর) সকালে মিরপুর-১০ গোলচত্বরে সড়ক অবরোধ করলে তাঁদের সঙ্গে পুলিশের কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে মিরপুর-১১ মেট্রো স্টেশনের নিচে রাখা পুলিশের একটি গাড়িতে আগুন দেন বিক্ষোভকারীরা।

সকাল ৯টার দিকে বিভিন্ন পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা মিরপুর-১০ গোলচত্বরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকলে সড়কে অবস্থান নেন তাঁরা। এতে গোলচত্বরের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আটকে পড়ে বহু যানবাহন। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা; অনেকে গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে গন্তব্যে রওনা হন।

বেলা সোয়া ১১টার দিকে পুলিশ শ্রমিকদের সড়ক ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানায়। তাঁরা অবস্থান থেকে সরে না গেলে পুলিশ তাঁদের সরানোর চেষ্টা করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, এ সময় সাউন্ড গ্রেনেড, জলকামান ও লাঠিচার্জ ব্যবহার করা হয়। পরে শ্রমিকদের একাংশ পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়লে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া চলে। বেলা পৌনে ১২টার দিকে পুলিশ শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও মিরপুর-১০ ও আশপাশের এলাকায় যান চলাচল স্বাভাবিক হতে সময় লাগে। দুপুর পর্যন্ত হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

মিরপুর বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মদ নাছের রিকাবদার বলেন, শ্রমিকেরা আবারও সড়ক অবরোধ করেছিলেন। তাঁদের কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণে আনার আহ্বান জানালে সংঘর্ষ শুরু হয়। একপর্যায়ে পুলিশের গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ সর্বোচ্চ শান্ত থাকার চেষ্টা করছে বলেও জানান তিনি।

পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জালাল উদ্দিন জানান, সকাল থেকেই মিরপুর-১০, ১১ ও ১২ নম্বরসহ আশপাশের এলাকায় শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সড়ক থেকে শ্রমিকদের সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।